দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... 11 JUN 1997 ...
পৃষ্ঠা ... ৬ ... কলাম ... ১ .....

20

ডঃ কুদরাত-এ-খুদা শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট

জাতিকে ধর্মহীন করার নীল-নকশা?

অধ্যাপক আহমদ আবদুল কাদের

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

৫) ইসলামের অবমাননার শামিল ঃ ডঃ কুদরাতে-এ-খুদা কমিশন যেভাবে ও যে মনোভাব নিয়ে ইসলামী শিক্ষা সংশ্লিষ্ট বিষয়াবলী উপস্থাপন করছে তা কার্যত ইসলামেরই অবমাননায় পরিণত হয়েছে।

প্রথমত, কমিশনার মাদ্রাসা শিক্ষাকে টোল শিক্ষার পর্যায়ভুক্ত করে ইসলামকে খাটো করেছেন।

দ্বিতীয়ত, মাদ্রাসায় ইসলামের বিশেষ শিক্ষা দেয়া হয় বলে কমিশন মাদ্রাসা শিক্ষাব্যবস্থাকে একদেশদর্শী বলে আখ্যায়িত করেছেন। কমিশনের ভাষায় "এ কারণে মাদ্রাসা শিক্ষা পদ্ধতি অনেকটা একদেশদর্শী, কেননা সকল শিক্ষার্থীকে ইসলাম সম্পর্কে বিশেষ শিক্ষা প্রদান মাদ্রাসার লক্ষ্য।" (ঐ, ১১.২) অথচ সবাই জানেন যে, ইসলাম সম্পর্কে বিশেষ শিক্ষাদানের জন্যই মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থা। এ কারণে কেউ তাকে একদেশদর্শী বলতে পারেন না। অথচ কমিশন মাদ্রাসা শিক্ষাকে অবজ্ঞামূলক একদেশদর্শী বলেই ইসলামী শিক্ষার প্রতি অবজ্ঞা ও অবমাননা প্রদর্শন করেছেন।

তৃতীয়ত, ইসলামী শিক্ষাকে মৃৎ শিল্প, তাঁত শিল্প, কাঠের কাজ, রেডিও মেরামতের কাজ ইত্যাদির মত বৃত্তিমূলক শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত করে ইসলামের মর্যাদা ক্ষুণ্ন করা হয়েছে। ইসলাম কোন বিশেষ পেশার নাম নয় যে, একে বৃত্তিমূলক কোর্সের অন্তর্ভুক্ত করা হবে। অথচ কমিশন এহেন অবিমৃষ্যকারিতার কাজটি করে বসেছেন।

এককথায় ইসলাম সম্পর্কে কমিশন যেমন অজ্ঞতার পরিচয় দিয়েছেন তেমনি দেখিছেন অবজ্ঞা। ইসলামের প্রতি যে কমিশনের এহেন আচরণ সে কমিশন প্রণীত শিক্ষানীতি ইসলাম ধর্মাবলম্বী মানুষ গ্রহণ করবে এটা আশা করা যায় না।

উপরের আলোচনা থেকে স্পষ্ট হলো যে, ডঃ কুদরাত-এ-খুদা কমিশন প্রণীত শিক্ষানীতির আদর্শিক দিক বাস্তবতা, ধর্ম ও জনগণের মনোভাব সবকিছু বিচারে সম্পূর্ণ অগ্রহণযোগ্য। কোন সচেতন দেশপ্রেমিক ও ধার্মিক মানুষ এ শিক্ষানীতি মেনে নিতে পারেন না। এ শিক্ষানীতি বাস্তবায়ন মানে দেশের আদর্শিক বিপর্যয় ঘটানো, ধর্মের সাথে ছাত্রদের বিচ্ছিন্ন করা এবং পরিণামে ধর্মহীনতা ও ধর্মদ্রোহিতার ক্ষেত্র তৈরী করা। তদুপরি প্রস্তাবিত শিক্ষানীতি, নৈতিকতা ও চরিত্র গঠনের উপরও প্রচন্ড নেতিবাচক প্রভাব বিস্তার করবে। সম্ভবত বর্তমান সরকারও কমিশন রিপোর্টের এহেন স্পষ্ট দুর্বলতা, ত্রুটি ও সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে অসচেতন নন। এজন্যই সরকার কর্তৃক প্রস্তাবিত ৫৪ সদস্যের জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটি গঠনের উদ্দেশ্যে হিসেবে বলা হয়েছে, কুদরতে-এ-খুদা শিক্ষা কমিশকে জনমুখী ও যুগোপযোগী করে একটি বাস্তবভিত্তিক জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন। (সরকারী তথ্য বিবরণী, দৈনিক ইনকিলাব ২-১-৯৭)

সরকারী ব্যাখ্যা থেকেও এটি স্পষ্ট যে, কুদরাতে-এ-খুদা কমিশন রিপোর্ট গণবিচ্ছিন্ন, গণবিমুখ, সেকেলে ও অবাস্তব। আর যে কমিশন রিপোর্ট গণবিমুখ, গণবিরোধী, সেকেলে ও অবাস্তব ২৫ বছর পর তার ভিত্তিতে জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন করার কোন প্রয়োজন দেখা দিলে তা বোধগম্য নয়। একমাত্র রাজনৈতিক ঐতিহাসিক আবেগ ছাড়া আর কোন কারণ এতে নিহিত রয়েছে বলে মেনে নেয়া কঠিন।

পরিশেষে কথা হচ্ছে যে, যারা শিক্ষানীতি প্রণয়নের দায়িত্ব পেয়েছেন, তাদেরকে আজকের বাস্তবতা, জনগণের আশা-আকাঙ্খা ও সেন্টিমেন্টকে সামনে রেখে সুপারিশ পেশ করতে হবে। বিশেষ করে ইসলামী শিক্ষা ও ইসলামী আদর্শের প্রতি যদি উপক্ষো বা অবজ্ঞা প্রদর্শন করা হয়, তাহলে জনগণ তা কোনক্রমেই মেনে নেবে না।

অন্যদিকে জনগণকেও সচেতন হতে হবে যাতে কেউ অতীতের মতো তাদের আদর্শিক চেতনাবোধ ও ধর্মীয় চিন্তা-চেতনা এবং আশা-আকাংখার পরিপন্থী কোন শিক্ষানীতি চাপিয়ে দিতে না পারে। **সমাপ্ত**